বিদ'আতে হাসানার পক্ষে কোন হাদিস আছে কি?

হাদিসটা জারির বিন আব্দুল্লাহ বাজালি (Jarir Bin Abdullah Bajali) (রাঃ) সাহাবী ছিলেন, তার থেকে ঈমাম মুসলিম সহ অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন এবং এই হাদিসটা বিদ'আতে হাসানার বিপক্ষে দলিল। আল্লাহর রসূল (সাঃ) বলেছেন:

لِلَّهِ قَالَ جَاءَ نَاسٌ مِنَ الأَعْرَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَيْهِمُ الصُّوفُ فَرَأَى سُوءَ حَالِهِمْ قَدْ أَصَابَتْهُمْ حَاجَةٌ فَحَثَّ النَّاسَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَأَبْطَئُوا عَنْهُ حَتَّى رُئِيَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ - قَالَ - ثُمَّ إِنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ جَاءَ بِصُرَّةٍ مِنْ وَرِقٍ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ ثُمَّ تَتَابَعُوا حَتَّى عُرِفَ السُّرُورُ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلاَ يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَىْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الإِسْلاَمِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلاَ يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَىْءٌ " .

তো আমরা নবীজির সুন্নতে হাসানা শব্দটি বাদ দিয়ে বিদ'আতে হাসানার করবো কেন ব্যবহার?

এখন যদি কেউ মনে করেন সুন্নতে হাসান শব্দটা পচা, দুর্গন্ধ, খারাপ কাজেই আমরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সুন্নত কথাটা বাদ দিয়ে বিদ'আত রেখে বিদ'আতে হাসানা বলবো, এটা তো ঠিক হলো না। এই হাদিসে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কখনো, কোন হাদিসে কোথাও বিদ'আতে হাসানা শব্দ কোন সাহাবী, তাবিয়ী কেউ ব্যবহার করে নি। সুন্নতে হাসানা ব্যবহৃত হয়েছে।

কাজেই আমাদের উচিত ছিল এগুলাকে বিদ'আতে হাসানা না বলে সুন্নতে হাসানা বলি। তাহলে তো কিছু ভালো হতো।

এই হাদিসটা বিদ'আতে হাসানার শব্দের পরিভাষার বিপক্ষে, পক্ষে নয়।

দ্বিতীয় বিষয়টা হলো: রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এই হাদিসটাতে কি বলেছেন? খুব ভালো করে হাদিসটা বুঝি।

কিছু মানুষ আসলো। গায়ে কাপড় নেই, অর্ধনগ্ন, তাদের চেহারা দেখে রসূল (সাঃ) এর মুখ কালো হয়ে গেলো। ক্ষুদার্ত। তিনি জোহরের নামাজের পরে উঠে ওয়াজ করতে লাগলেন।

যে তোমরা তোমাদের ভাইদের জন্য, এই যে তোমাদের আত্মীয়, তোমাদের রক্তের মানুষ, এদের জন্য সাহায্য করো।

তখন কেউ এগুলো না। রসূল (সাঃ) এর মুখটা কালো হয়ে গেলো। হঠাৎ একজন লোক এক বস্তা সম্পদ নিয়ে, সোনা বা অন্য কিছু নিয়ে এগিয়ে আসলো। এই ব্যাক্তিকে দেখে এর পরে অনবরত লোক আসতে লাগলো।

তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, এই প্রথম ব্যাক্তিকে উদ্‌বুদ্ধ করে যে, যে ব্যাক্তি আমার ইসলামের ভিতরে কোন সুন্নতে হাসানা চালু করবে, এর পরে যত লোক তাকে অনুসরণ করবে সবার সওয়াব ওই ব্যাক্তি সমান পাবে।

তো এখানে সুন্নতে হাসানা কাকে বলে? বিদ'আতে হাসান আর সুন্নতে হাসানার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে।

যে কাজ আল্লাহর রসূল (সাঃ) নির্দেশ করেছেন, কুরআনে আছে, কুরআন- সুন্নাহ নির্দেশিত- সেই কাজের জন্য যদি কেউ শুরু করে, যেমন রসূল (সাঃ) নির্দেশ দিলেন দান করো। দানটা যে প্রথমে শুরু করলো সে একটা সুন্নাহ চালু করে দিলো।

আমি সুন্নতে হাসানার উদাহরণ দিচ্ছি আপনি বুঝতে পারবেন, যেমন মনে করেন কুরআন কারীম সহীহ ভাবে তিলাওয়াত করা, নির্ভুল পড়া- এটা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সুন্নত, কুরআনের নির্দেশ, সুন্নাহর নির্দেশ। এখন আমাদের দেশে লোকেরা কুরআন পড়তে পারে না, আপনি নূরানী কায়েদা বাগদাদী কায়েদা, নাদিয়া কায়দা, কম্পিউটার সিস্টেম ভিন্ন পদ্ধতিতে করলেন এমন ভাবে যার মাধ্যমে খুব সহজে লোকেরা কুরআন পড়তে পারলো।

অর্থাৎ ইসলাম নির্দেশিত, সুন্নাহ নির্দেশিত একটা ইবাদত সুন্নাহ পদ্ধতিতে পালনের জন্য আপনি একটা ব্যবস্থা করলেন।

দেশে জামাতে নামাজের প্রচলন ছিল না, আপনি একটা রীতি করলেন সুন্নতের ভিতরে মানুষরা জামাতের নামাজটা পড়তে পারে। এইগুলিকে বলা হয় সুন্নতে হাসানা।

আর বিদ'আতে হাসানা বলা হয় যে কাজ কুরআনে নেই, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেননি অথবা করেন নি, সেই কাজটা কে দ্বীন বানানো, দ্বীন মনে করা। কোন সুন্নতে হাসানাকেও দ্বীন মনে করলে বেদাত হয়ে যাবে।

এখানে পার্থক্য হলো জিনিসটাকে আপনি দ্বীন মনে করছেন কিনা, যেমন আপনি নূরানী কায়দা, নাদিয়া কায়দা, বাগদাদী কায়দা- এগুলো সুন্নতে হাসানা। যারা এগুলো বানিয়েছেন, এর মাধ্যমে যারা কুরআন শিখছেন, সবার কুরআন শিক্ষার সওয়াব তারা পাবেন। কিন্তু তাকে দ্বীন মনে করার অর্থ এটাকে দ্বীনের ইবাদাত এর অবিচ্ছেদ্য অংশ মনে করা।

অর্থাৎ একজন কুরআন শিখছে, আপনি বলছেন নাদিয়া কায়দায় না নূরানী কায়দায়? সে বলে, না আমি এসব কায়দা পড়িনি, এমনেই অমুকের কাছে শিখে নিছি।

ও যতই কুরআন আপনি পড়েন যেহেতু নাদিয়া বা নূরানী কায়দায় মাধ্যমে শেখেন নি, আপনার সওয়াব কম হবে।

তার মানে আপনি নাদিয়া, নূরানী কায়দাটাকে কুরআন শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অংশ বানালেন। এটাকে একটা স্বয়ং দ্বীন মনে করলেন, অর্থাৎ দ্বীনের একটা ইবাদত মনে করলেন। তখন এটাও বিদাতে পরিণত হবে।

এই জন্য সুন্নতে হাসানা হলো রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নির্দেশিত কোন কর্ম করার জন্য কুরআন পড়া, জামাতে নামাজ পড়া, ইত্যাদির জন্য শরিয়া সম্মত কোন পদ্ধতি করা। পদ্ধতিটাকে আবার দ্বীন মনে করা যাবে না।

পদ্ধতিটাকে দ্বীন মনে করে করে যেটা রসূল (সাঃ) না করে থাকেন, ওটাকে দ্বীনের অংশ বানালে ওটা বিদাতে পরিণত হবে।

কারণ যখন আপনি নাদিয়া বা নূরানী কায়দাকে দ্বীনের অংশ মনে করবেন তখন দুটো সমস্যা তৈরী হবে: একটা হলো, যারা এই নাদিয়া/নূরানী কায়দা ছাড়া কুরআন শিখেছে, তাদের কুরআন শিক্ষার প্রতি আপনার অবমাননা হবে। যারা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সুন্নত পদ্ধতিতে কোন নাদিয়া/নূরানী কায়দা ছাড়াই কুরআন শিখছে, আপনি বলেবেন যে তাদের চেয়ে আপনি বেশি বরকত পাচ্ছেন। ইত্তাদিভাবে বিভিন্ন রকমের সমস্যা, জটিলতা তৈরী হবে।

এইজন্য বিদ'আতে হাসানা এবং সুন্নতে হাসানা এক নয়। সর্ব অবস্থায় আমরা বিদ'আতে হাসানা, সুন্নতে হাসানা ইত্যাদি না করে সুন্নতে নববীর ভিতরে থাকার চেষ্টা করি।

আল্লাহ তায়ালা সেই তৌফিক দান করুন।

শায়খ ডঃ খন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর রাহিমাহুল্লাহ

https://youtu.be/BHHXSjQVXjs?si=1wCCcWr-Zq0GHQcA